যুগান্তর
তারিখ SEP 14 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

আহমদ রফিক

শিক্ষক রাজনীতি বনাম ছাত্র রাজনীতি

বেশ কিছুদিন আগে সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ছাত্র রাজনীতির ভাল-মন্দ নিয়ে কাগজে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তার জের এখনও চলছে। দিনকয় আগে ছাত্র রাজনীতির 'হ্যাঁ' 'না' নিয়ে মিজানুর রহমান খানের এক নিবন্ধে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তা করতে গিয়ে ইন্টারনেট, ওয়েবসাইটের বরাত দিয়ে লেখক ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বিষয়টি নতুনত্বে উপভোগ্য।

তার বক্তব্য ও মন্তব্য বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়, তবু ওই সূত্রে বলতে হয়, ওয়েবসাইটে ছাত্র রাজনীতির দেখা মিলুক আর নাই মিলুক একথা অস্বীকার করা কঠিন যে, এদেশে ছাত্র আন্দোলন শুরুতেও রাজনীতি-বহির্ভূত বিষয় ছিল না, বরং একদা অর্থাৎ পাকিস্তান আমলের শুরুতে এবং কিছুটা পরেও ছাত্র আন্দোলন তথা ছাত্র রাজনীতি বয়স্ক রাজনীতিকে কখনও কখনও সঠিক পথ দেখিয়েছে। তখনকার ছাত্র আন্দোলন দেশের শিক্ষা সমস্যা থেকে রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বিষয়াদি নিয়ে যুক্তি, ন্যায় ও সত্যের পথ ধরে ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

তাই ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতি তখন ভিন্ন কিছু ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে যা ভিন্ন তা হল তখনকার ছাত্র রাজনীতিতে সুস্থ আদর্শগত দিকটা বড় ছিল, দলীয় রাজনীতির প্রভাব প্রধান ও প্রকট ছিল না। যেটুকু ছিল তা সাধারণ ছাত্রদের সুস্থ যুক্তিসম্মত আন্দোলনের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলেছে। আটচল্লিশ থেকে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন সেদিক থেকে একটি নজির তুলে ধরে। মিজানের নিবন্ধে অবশ্য এদিকটাতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তবে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতি পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং 'ছাত্র রাজনীতি একটি অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপ্রবেশকারী পরিভাষা বৈ কিছু নয়' তার এমন মন্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। কিন্তু কথাটা যদি এর পরিবর্তে 'দলীয় ছাত্র রাজনীতি' হয় তাহলে অবশ্য ছাত্র রাজনীতি বর্তমান নৈরাজ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। আসলে দলীয় প্রভাবমুক্ত ছাত্র রাজনীতি আর ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে গুণগত প্রভেদ নেই, যা আছে তা হল ভাষার বা শব্দের হেরফের। একই বিষয় ভিন্ন পারিভাষিক শব্দে তথা প্রতিশব্দে পরিবেশিত হওয়ার কারণে ওয়েবসাইটে 'ছাত্র রাজনীতি'র দেখা মেলেনি যদিও সদর্থে উভয়ে তুল্যমূল্য।

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে মিজানুর রহমান এবং আরও অনেকের বিতৃষ্ণার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গেলে কারণ হিসাবে এতে যেমন প্রকট দলীয় প্রভাবের কথা এসে পড়ে তেমনই এসে পড়ে শিক্ষক রাজনীতির প্রসঙ্গও। বরং শেষোক্ত দিকটি ছাত্র রাজনীতিতে অন্য এক মাত্রা যোগ করেছে যা মোটেই কাম্য নয়। এর ফলে ছাত্র রাজনীতিতে শুধু যে এর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব যুক্ত হয়েছে তাই নয়, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশও দূষিত হয়েছে। কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে হয়তো বলতে চাইবেন যে, দলীয় রাজনীতির প্রভাব এখানেও সক্রিয়, তাই এ দুরবস্থা।

কথাটা বহু উচ্চারিত যে, ছাত্রদের কর্তব্য পড়াশোনা অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তারা অর্থ মাশুল দিয়ে স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। সেই সূত্রে একথাটি আরও বড় সত্য যে, শিক্ষকগণ অর্থের বিনিময়ে অর্থাৎ অর্থ দিয়ে নয়, অর্থ নিয়ে নিয়োজিত হন ছাত্রদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত, এটা তাদের পেশা এবং তা জীবিকার অঙ্গ।

সেক্ষেত্রে ছাত্রদের নিয়ে বা না নিয়ে রাজনীতি করা যেমন যুক্তিসঙ্গত নয়, তেমনি তা নীতি ও নৈতিকতারও পরিপন্থী। বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, এমনকি তাদের শিক্ষাগত সমস্যা নিয়ে তারা আন্দোলনেও শামিল হতে পারেন, সেসব নিয়ে আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু দলীয় রাজনীতির প্রভাব নিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষক রাজনীতি শুধু শিক্ষক সমাজকেই বিভাজিত করে না, ছাত্রদেরও তাতে একইভাবে সংশ্লিষ্ট করে থাকে এবং বিভাজিত করে সমগ্র শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ। সেটা কাম্য নয়। আর এ কারণেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার দাবি উঠেছে।

আশ্চর্য যে, উল্লিখিত বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অধিকাংশ আলোচনায় শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের কথা আসেনি, তেমন দাবিও ওঠেনি। অথচ শিক্ষকগণ যদি বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক হয়ে শিক্ষাঙ্গনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তাহলে তাদের পেশার গুণগ্রাম নানাভাবে ব্যাহত হতে পারে, বিশেষ বিশেষ ছাত্রগোষ্ঠীর কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা পঠন-পাঠন এবং শিক্ষার জন্য যথার্থ পরিবেশ তৈরি করে থাকে। সে অবস্থা তখন আর থাকে না, অর্থাৎ থাকে না পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে। রাজনীতির ঘোলা পানি তখন প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। আর সে ঘোলা পানিতে মাছ ধরার সুযোগ তো মূলত শিক্ষককুলেরই, সেই সঙ্গে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রনেতার; কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের নয়।

এক কথায় শিক্ষক রাজনীতির প্রভাব শুধু শিক্ষক ও ছাত্রদের বিভাজিত করেই শেষ হয় না, এর প্রভাব পড়ে যেমন শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের ওপর তেমনি পড়ে শিক্ষার মানের ওপরও। তাছাড়া দলগত আনুগত্যের কারণে শিক্ষক যেমন উচ্চমহল থেকে সুবিধা পেতে পারেন তেমনি শিক্ষায়তনের পরিধিতে পেয়ে থাকেন বিশেষ বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রগোষ্ঠী। অসদাচরণ তখন আর অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না। এমনকি অপরাধও নির্বিচারে ক্ষমাযোগ্য হয়ে ওঠে। গত কয়েক দশকের ঘটনাবলী থেকে এমন উদাহরণ অনায়াসে তুলে ধরা যায়।

শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনের সক্রিয় পটভূমি এসব কারণে যথাযথ শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ বিঘ্নিত করে। ব্যক্তিগত ভাল লাগা, মন্দ লাগা দলীয় রাজনীতির স্পর্শে রাজনৈতিক বিরূপতা ও বৈরিতার অবাঞ্ছিত পরিমণ্ডল তৈরি করে। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোয়। রাজনৈতিক অঙ্গনের মতো বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার প্রাধান্য পায়।

এর আরও একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দিক হল পক্ষ প্রতিপক্ষের রাজনীতি চিন্তায় ও মননে প্রধান হয়ে ওঠার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকের মনোযোগ যেমন নিজকে পঠনে সমৃদ্ধ করে তোলার দিকে পুরোপুরি ন্যস্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহ তেমনি অগ্রাধিকার পায়; সে কারণে পাঠদানের ক্ষেত্রে কখনও কখনও ছাত্রদের প্রতি যথার্থ সুবিচার করা সম্ভব হয় না। বেশ কিছু ব্যতিক্রম মেনে নিয়েই বলব যে, সাধারণভাবে এটাই বাস্তব অবস্থা এবং এজন্য ক্ষতির দায়টা শিক্ষকদের নয় ছাত্র সমাজকেই বহন করতে হয়।

এক কথায় শিক্ষক রাজনীতির প্রভাব শুধু শিক্ষক ও ছাত্রদের বিভাজিত করেই শেষ হয় না, এর প্রভাব পড়ে যেমন শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের ওপর তেমনি পড়ে শিক্ষার মানের ওপরও। তাছাড়া দলগত আনুগত্যের কারণে শিক্ষক যেমন উচ্চমহল থেকে সুবিধা পেতে পারেন তেমনি শিক্ষায়তনের পরিধিতে পেয়ে থাকেন বিশেষ বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রগোষ্ঠী। অসদাচরণ তখন আর অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না। এমনকি অপরাধও, নির্বিচারে ক্ষমাযোগ্য হয়ে ওঠে। গত কয়েক দশকের ঘটনাবলী থেকে এমন উদাহরণ অনায়াসে তুলে ধরা যায়।

এসবই শিক্ষক রাজনীতির কুফল হিসাবে বিবেচ্য। অথচ বিষয়গুলো না বিবেচনা করেন শিক্ষক নিজে, না করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ফলে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক দল বা দলীয় রাজনীতির দীর্ঘ অশুভ ছায়া ফেলতে থাকে। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা কারও কাছেই কাম্য নয়। যেমন নয় নাগরিক সমাজের চোখে তেমনি অভিভাবকদের কাছে। শেষোক্ত শ্রেণী চান তাদের সন্তানদের সুশিক্ষা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। কিন্তু রাজনৈতিক বিভাজন ও দ্বন্দ্ব শিক্ষক সমাজ থেকে ছাত্র সমাজ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হতে থাকার কারণে পরিবেশ যে পরিমাণে দূষিত হয়ে ওঠে তাতে ওই দুই দিকের নিশ্চয়তার হার তুচ্ছ হয়ে পড়ে।

সব কিছুর বিচার-বিবেচনায় তাই শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ হওয়ার দাবি বরং অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। আর সে পরিপ্রেক্ষিতেই ছাত্র আন্দোলন তথা ছাত্র রাজনীতি স্থগিত বা বন্ধ করার বিষয়টি হিসাব-নিকাশ করে দেখতে হয়। সে ক্ষেত্রে কেউ কেউ ছাত্র রাজনীতির বিরোধী (যেমন পূর্বোক্ত মিজানুর রহমান খান) হয়েও প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে ছাত্র আন্দোলনের বিরোধী নন। তাদের কারও বিচারে 'যে কোন জাতীয় ইস্যুতে ছাত্রদের সুচিন্তিত মতামত ও প্রয়োজনে তাদের সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশিত।'

মিজানুর রহমান খান অবশ্য মাত্র একটি বাক্যে হলেও শিক্ষক রাজনীতিকে পরাস্ত করার কথা বলেছেন এমন মন্তব্যে যে, 'এদেশে শিক্ষক রাজনীতি আরেক কিম্ভূতকিমাকার বস্তু।' কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বিচারে বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতির বিশদ আলোচনায় শিক্ষক রাজনীতির আলোচনা অপরিহার্য বিধায় এ সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন ছিল। অবশ্য বিষয়টি কারও অজানা নয়।

আর সম্প্রতি সংঘটিত শামসুন্নাহার হলের ঘটনাবলীও প্রমাণ করে শিক্ষকদের পূর্বোক্ত ভূমিকা, এমনকি উপাচার্য বা প্রক্টরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও দেখা যায় এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার দায়-দায়িত্ব বা ক্লেদ থেকে মুক্ত নন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের কর্তা শিক্ষকগণের আনুকূল্য পাওয়ার বিষয়টি তো এখন আর গোপন নেই। এসবই শিক্ষক রাজনীতির পরিণাম ও প্রতিফলন। তাই শিক্ষাঙ্গনে শুদ্ধতা ও শৃঙ্খলা থাকার কথা নয়।

এজন্যই চ্যান্সেলর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের শিক্ষক রাজনীতির কুফল সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করে সে সম্পর্কে কার্যকর নীতিমালা তৈরি বা আইন প্রণয়ন করে শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ও পাঠযোগ্য পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং এ চিন্তা-ভাবনায় ছাত্র রাজনীতির তুলনায় শিক্ষক রাজনীতির দূষণ ক্ষমতার গুরুত্ব প্রাধান্য পাওয়া দরকার। কারণ ছাত্র রাজনীতি যদি একমাত্রিক বা বড়জোর দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে, শিক্ষক রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনের নানা ক্ষেত্র ও পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক শক্তির অধিকারী। তাই বন্ধ করার বিবেচনায় শিক্ষক রাজনীতি নিশ্চিতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। শুধু অগ্রাধিকারই নয়, শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগত মান বজায় রাখতে বরং শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে আইন পাস করা দরকার। তবে দলীয় প্রভাবমুক্ত ছাত্র আন্দোলন তথা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করে এর অবাঞ্ছিত দিকগুলো ছেঁটে ফেলার উদ্যোগ নেয়া সঠিক হবে মনে হয়। কারণ ছাত্র রাজনীতি একদা ব্যক্তিস্বার্থ বা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে, সঠিক পরিবেশে এখনও হয়তো দেবে। দরকার সে পরিবেশ নিশ্চিত করা।

আহমদ রফিক : *কবি, প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক*